ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

◀◀ 'লেডি সিংহাম' হয়ে আসছেন দীপিকা

পৃঃ ৫

আল হিলালে নাম ▶▶ লেখালেন নেইমার?

পৃঃ ৬

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Gov of India Reg No : WB18D0018520 (UAN) ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ বর্ষ ঃ ২ সংখ্যা ঃ ২২৯ ● কলকাতা ● ০৩ ভাদ্র, ১৪৩০ ● রবিবার ● ২০ আগস্ট, ২০২৩ পৃষ্ঠা - ৬ ২ টাকা

দ্রুত বিচার পেতে আদালতে যান',

যাদবপুরে মৃত ছাত্রের পরিবারকে পরামর্শ শুভেন্দুর

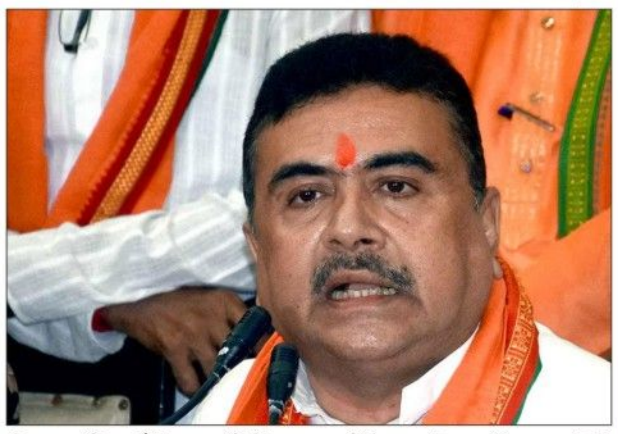

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : যাদবপুরকাণ্ডে মৃত ছাত্রের পরিজনজদের সঙ্গে দেখা করে তাঁদের আদালতে যাওয়ার পরামর্শ দিলেন বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। মৃত ছাত্রের মামার বাড়ি গিয়ে তাঁর মা-বাবা এবং মামাদের সঙ্গে কথা বলেন শুভেন্দু। সেখানে বিরোধী দলনেতা বলেন, "দ্রুত বিচার চাইলে আদালতের হস্তক্ষেপের প্রার্থনা করুন।"

বিরোধী দলনেতার এই সফর প্রসঙ্গে রানাঘাট সাংগঠনিক জেলা তৃণমূলের সভাপতি দেবাশিস গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, "শুভেন্দুবাবু যেখানেই রাজনীতির গন্ধ পান, সেখানেই ছুটে চলে যান। এমন একটি মর্মান্তিক ঘটনা নিয়েও উনি রাজনীতি করতে পারেন, সেটা ভেবেই অবাক লাগছে।"

উল্লেখ্য, যাদবপুরকাণ্ডে শুক্রবার আরও তিন জনকে গ্রেফতার করেছে কলকাতা পুলিশ। এ নিয়ে যাদবপুরকাণ্ডে ধৃতের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ১২ জন।এর আগে বুধবার মৃত পড়ুয়ার পরিবারের সঙ্গে দেখা করেন রাজ্য সরকারের প্রতিনিধিরা। সেখানে রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু আশ্বাস দেন, এই ঘটনার বিচার হবেই। কারণ, বিষয়টি দেখছেন স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার নদিয়ার বগুলায় গিয়ে মৃতের পরিবারের সঙ্গে দেখা করেন

এরপর ৩ পাতায়

জোর সওয়াল তৃণমূল সহ বিরোধী সাংসদদের,

শাস্তির মকুব হবে অধীরের?

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : আগামী ৩০ অগাস্ট সাসপেনশন নিয়ে নিজের বক্তব্য রাখার জন্য প্রিভিলেজ কমিটিতে তলব করা হতে পারে কংগ্রেসের লোকসভার নেতা অধীর চৌধুরীকে। সেদিন তাঁর বক্তব্য শোনার পর অধীর চৌধুরীর উপর থেকে সাসপেনশন প্রত্যাহার করার সুপারিশ করবেন লোকসভার প্রিভিলেজ কমিটির চেয়ারম্যান সুনীল কুমার সিং।প্রধানমন্ত্রীর জবাবি ভাষণ শেষ হওয়ার পর অধীর চৌধুরীর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের প্রস্তাবনা উপস্থাপন করেন সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী প্রহ্লাদ জোশী। তাঁর বিরুদ্ধে স্বাধিকারভঙ্গের অভিযোগ আনা হয়েছে এবং অভিযোগ পাঠানো হয়েছে কমিটিতে। স্বাধিকার কমিটির রিপোর্ট আশা পর্যন্ত সাসপেন্ড করা হয়েছে অধীর চৌধুরীকে।

তারপরেই কেন্দ্রের সমালোচনায় সরব ইন্ডিয়া জোট। তাতপর্যভাবে অধীরের পাশে দাঁড়িয়েছে তৃণমূল। অধীরের সাসপেনশনের সমালোচনা করেন তৃণমূলের লোকসভার মুখ্য সচেতক কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়।এ দিনের বৈঠকে প্রায় বেশিরভাগ সদস্যই অধীর চৌধুরীর উপর থেকে সাসপেনশন প্রত্যাহারের সুপারিশ করেছেন বলে সূত্রের খবর।

তাঁর সাসপেনশন নিয়ে অধীর চৌধুরীকে প্রিভিলেজ কমিটিতে তলব করা হবে কিনা, তা নিয়ে প্রিভিলেজ কমিটির বৈঠকে মতানৈক্য হয় ইন্ডিয়া এবং এনডিএ জোটের সাংসদদের।সূত্রের খবর, কংগ্রেস, তৃণমূল, ডিএমকে-র বিরোধী সাংসদদের যুক্তি, ইতিমধ্যেই শাস্তি পেয়ে গিয়েছেন অধীর। ফলত তাঁকে আর প্রিভিলেজ কমিটিতে তলব করার প্রয়োজন নেই।পাল্টা বিজেপি সাংসদদের যুক্তি, যেহেতু প্রিভিলেজ কমিটিতে বিষয়টি এসেছে ফলে তাঁর বক্তব্য না

এরপর ৩ পাতায়

যাদবপুর-কাণ্ডে সিবিআই তদন্তের দাবি,

যুক্ত করা হোক এনআইএ ও এনসিবিকে! জনস্বার্থ মামলা হাইকোর্টে

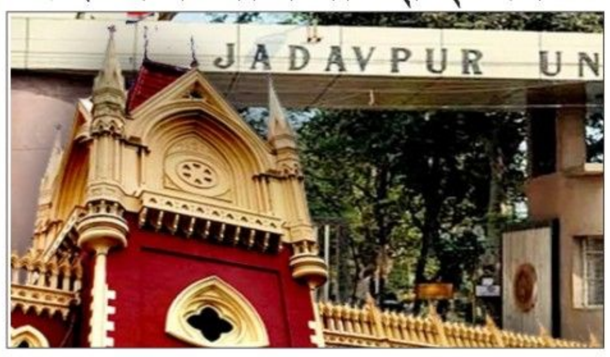

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র মৃত্যুর ঘটনায় ফের একটি জনস্বার্থ মামলা দায়ের হল কলকাতা হাইকোর্টে।যাদবপুরেরই এক প্রাক্তনী মামলা করেছেন। তাঁর দাবি, ছাত্র মৃত্যুর ঘটনার তদন্ত সিবিআইকে দিয়ে করানো হোক। শুধু সিবিআই নয়, তদন্তে যুক্ত করা হোক এনআইএ ও এনসিবিকেও। উল্লেখ্য, গত ৯ অগস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের মেন হস্টেলের এ২ ব্লকের তিনতলা থেকে পড়ে মৃত্যু হয় প্রথম বর্ষের এক ছাত্রের। ছাত্র মৃত্যুর ঘটনায় তোলপাড় ক্যাম্পাস। মৃতের পরিবারের অভিযোগ, র‍্যাগিংয়ের শিকার হয়েছিলেন তাদের ছেলে। এই ঘটনার সঙ্গে যে র‍্যাগিং যুক্ত রয়েছে, তা তদন্তে নেমে পুলিশ জানতে পেরেছে। এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত ১২ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ঘটনার দিন রাতে ঠিক কী ঘটেছিল, সেটাই খুঁজে বের করার চেষ্টা করছে পুলিশ। যাদবপুর কাণ্ড নিয়ে এর আগেও দু'টি মামলা হয়েছে। তারমধ্যে একটি মামলা তৃণমূলের তরফে করা হয়েছে। তৃণমূল সাংসদ তথা আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রধান

এরপর ৩ পাতায়

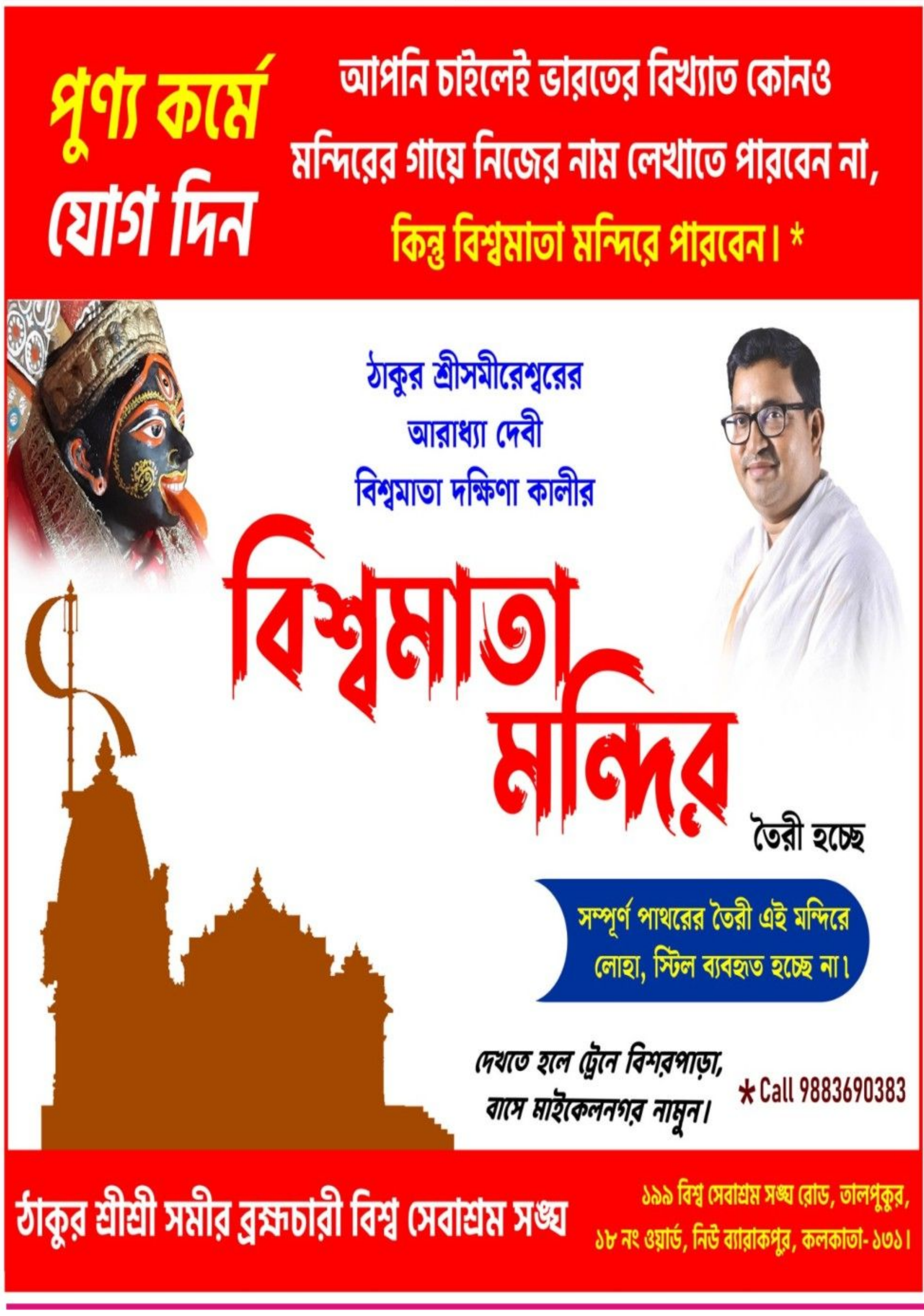

সারাদিন কবিতা সংকলন

শ্রমিতা

সম্পাদকঃ মৃত্যুঞ্জয় সরদার

লেখা পাঠানোর পদ্ধতিঃ-

১. স্রষ্টার লেখা যেকোনো পর্যায়ের হতে পারে।
২. কবিতা সর্বাধিক ২৪ লাইনের মধ্যেই নির্বাচিত হবে।
৩. লেখা পাঠানোর ৩ দিনের মধ্যে মনোনীত হলে যোগাযোগ করা হবে।
৪. লেখা হোয়াটসঅ্যাপ টাইপ অথবা ডকুমেন্ট করে পাঠাতে হবে।

লেখা পাঠানোর ঠিকানাঃ-

6295314053

লেখা পাঠানোর সময় সীমাঃ-

২রা সেপ্টেম্বর, ২০২৩

আমাদের বৈশিষ্ট্যঃ-

১. Govt. Registered
২. ISBN allocated
৩. Online/Ofline selling

*[বি: দ্রঃ– বই প্রকাশ অনষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন বাংলার বিশিষ্ট সাহিত্য, অভিনয়, সঙ্গীত ও নৃত্য জগতের দিকপালেরা, এছাড়াও সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে প্রকাশ পাবে বইটি।]
**[বিঃ দ্রঃ– আমরা সৌজন্য সংখ্যা দিতে অপারগ তাই একটি কপি বই প্রিবুক করার অনুরোধ জানাই।]

উচ্চশিক্ষার জন্য দোকান বিক্রি করেছিলেন বাবা,

যাদবপুর কাণ্ডে ছেলের গ্রেপ্তারিতে হতাশ পরিবার

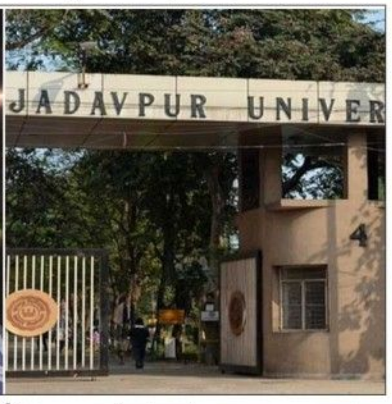

বর্ধমান: নিউজ সারাদিন : ছেলে বরাবর পড়াশোনা করতে ভালবাসত। আর তাই ছেলেকে নিয়ে বরাবর আশা ছিল কৃষিজীবী পরিবারের। এমনকী নিজের দোকানও বিক্রি করে দিয়েছিলেন ছেলের উচ্চশিক্ষার জন্য। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রমৃত্যুতে সেই ছেলেই এখন পুলিশের হাতে ধৃত। খবর পেয়ে বর্ধমানের মেমারির ছাত্রের পরিবারের দাবি, ছেলে নির্দোষ, তাঁকে ফাঁসানো হচ্ছে।বাড়িতে মা, বাবা, বোন রয়েছে নাসিমের। বাবা নাসির হায়দার মূলত কৃষক । তাঁর একটি ছোট দোকান ছিল। কিন্তু ছেলের উচ্চশিক্ষার জন্য দোকান বিক্রি করে দেন। ছেলেও ভাল ফলাফলই করেছিল। কিন্তু তারপরই ঘনাল বিপদ। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বর্ষের ছাত্রের মৃত্যু, র‍্যাগিং যোগ - এসবের জেরে পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হয় নাসিম। কিন্তু পরিবারের দাবি, ছেলে নির্দোষ। এমন কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকতেই পারে না। তাঁকে ফাঁসানো হচ্ছে। অবাক প্রতিবেশীরাও। শেখ বসিরউদ্দিন নামে স্থানীয় এক বাসিন্দা জানাচ্ছেন, নাসিমের ছোটবেলা থেকে পড়াশোনায় ঝোঁক ছিল। বাড়িরও খুব আশা ছিল তাকে নিয়ে। এ বছরই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পড়াশোনা শেষ করে বেরিয়েছে। কিন্তু হস্টেলে থাকত উচ্চশিক্ষার প্রস্তুতির জন্য। এরই মধ্যে ছাত্রমৃত্যুর ঘটনায় তাকে গ্রেপ্তার করার বিষয়টিতে হতবাক সকলেই।যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রমৃত্যুতে শুক্রবার আরও ৩ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এ নিয়ে মোট গ্রেপ্তারির সংখ্যা ১২। গতকালকের ধৃতদের মধ্যে ২ জনই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তনী। তাঁদেরই একজন মেমারির নাসিম আখতার। মেমারি ২ নং ব্লকের বড়ারি গ্রামের নাসিম বর্ধমানের সপ্তপল্লি শিক্ষা নিকেতনে পড়াশোনা করেছেন। তারপর সোজা কলকাতায় এসে মেধার জোরে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগে ভরতি হন।

২৫০-র ছেঁকা কমাতে

৪০ টাকার মলম মোদি সরকারের

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : পৌঁছে ছিল ২৫০-৩০০ টাকা কিলো দরে। মধ্যবিত্তের হেঁসেলে স্বস্তি ফেরাতে গত ১৪ আগস্ট এমন মোদি সরকার ঘোষণা করে এটা কমে ১৫ আগস্ট থেকে ৫০ টাকাতেই মিলবে টমেটো। এবার কেন্দ্রের তরফে জানানো হল, আরও কমছে টমেটোর দাম। আগামী ২০ আগস্ট থেকে প্রতি কেজি টমেটো কিনতে খরচ হবে ৪০ টাকা।উল্লেখ্য, প্রায় গোটা দেশে টমেটোর মূল্যবৃদ্ধির পরই কেন্দ্রের উপভোক্তা বিষয়ক বিভাগ জাতীয় কৃষি সমবায় বিপণন ফেডারেশন এবং জাতীয় সমবায় উপভোক্তা ফেডারেশনকে নির্দেশ দেয়, কৃষকদের থেকে সরাসরি টমেটো সংগ্রহ করে দেশের যে এলাকায় বেশি দামে টমেটো বিক্রি হচ্ছে, সেখানে তা বিক্রি ব্যবস্থা করতে। বাজারে জোগান বাড়লেই কমবে টমেটোর দাম, মত মোদি সরকারের। সেই প্রক্রিয়াই অনুসরণ করেই এবার টমেটোর দাম আরও কমানো হল।জাতীয় সমবায় ক্রেতা ফেডারেশন এবং জাতীয় কৃষি সমবায় মার্কেটিং ফেডারেশনের তরফে উপভোক্তা বিষয়ক বিভাগকে ৪০ টাকা কেজি দরে টমেটো বিক্রির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আসলে পাইকারি বাজারে টমেটোর মূল্য কমতে শুরু করেছে। সেই কারণেই কেন্দ্রের তরফে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সরকারের আশা, যেখানে টমেটোর দাম প্রতি কেজি প্রায় ৩০০ টাকা হয়ে গিয়েছে, সেখানে এহেন উদ্যোগ অনেকটাই স্বস্তি দেবে মধ্যবিত্তকে।মধ্যবিত্তকে স্বস্তি দিয়ে দেশের একাধিক শহরে কমেছে টমেটোর দাম। জুলাই মাসে মোদি সরকারের তরফে টমেটোর দামের উপর ভরতুকি কমানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। আর তার জন্যই দিল্লি-এনসিআরে প্রতি কেজি টমেটোর দাম কমে হয় ৮০ থেকে ৯০ টাকা। এরপর গত ২০ জুলাই থেকে জয়পুর, কোটা, লখনউ, কানপুর, বারাণসী, প্রয়াগরাজ, পাটনা, মুজাফফরপুর, আরাহ, বক্সারের মতো শহরে ৭০ টাকার বিনিময়েই মিলছিল এক কিলো টমেটো। এমনকী ডিজিটাল কমার্স প্ল্যাটফর্ম থেকেও অল্প দামে কিনে নেওয়া যাচ্ছিল টমেটো। এবার আগামী কাল থেকে কেজিপ্রতি ৪০ টাকার বিনিময়েই মিলবে এই সবজি।

সিএজি রিপোর্ট ঘিরে গড়করির নিশানায় অফিসাররা,

সামনে আসছে ষড়যন্ত্রের তত্ত্বও

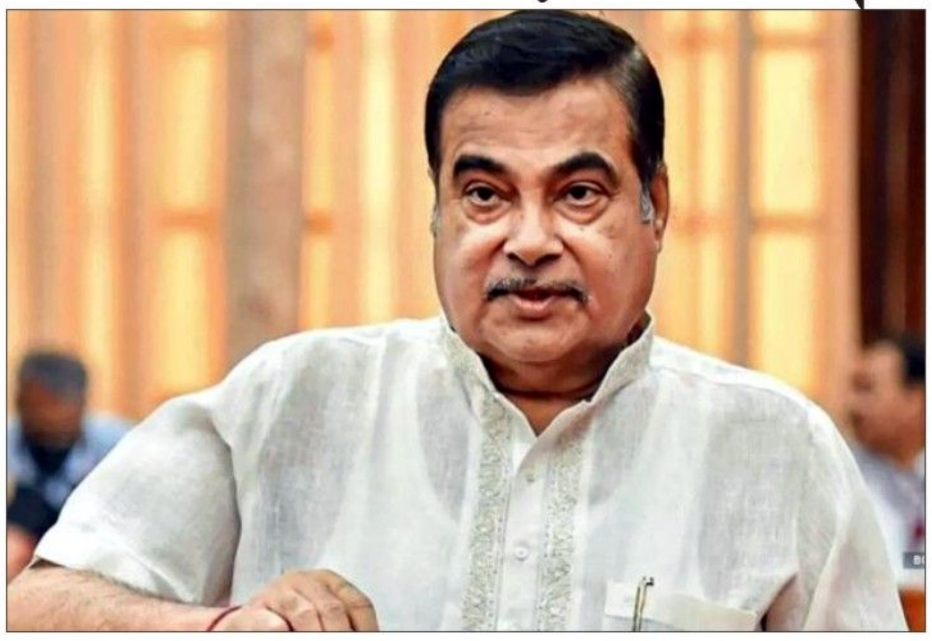

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : সিএজি রিপোর্টকে ভিত্তিহীন বলে দাবি করলেন কেন্দ্রের সড়ক পরিবহণ মন্ত্রী নীতিন গড়করি । সেই পাল্টা চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়ে নরেন্দ্র মোদী সরকারের এই প্রবীণ মন্ত্রীর দাবি, ভারতমালা প্রকল্পে এক টাকারও অনিয়ম কেউ প্রমাণ করতে পারলে যে কোনও সাজা মাথা পেতে নেব।বিজেপির অন্দরমহলের খবর, গড়করির অনুগামীদের ধারণা, ভাল কাজের সুবাদে মন্ত্রীর জনপ্রিয়তা, বিরোধী শিবিরের সঙ্গে সুসম্পর্কের কারণেই তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করা হয়ে থাকতে পারে। কারণ, সিএজিকে লিখিতভাবে জবাব না দিলে তারা মন্ত্রকের ব্যাখ্যা ছাড়াই রিপোর্ট প্রকাশ করে দেবে এটা অফিসারদের না জানার কথা নয়।কন্ট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেলের অফিস যারা সরকারি টাকা খরচের হিসাব পত্র খতিয়ে দেখে বা অডিট করে তারা গত ১০ আগস্ট সংসদে পেশ করা রিপোর্টে ভারতমালা প্রকল্পের কয়েক হাজার কোটি টাকা অনিয়মের অভিযোগ করেছে। তারা বলেছে, ওই প্রকল্পে যে খরচ ধরা হয়েছিল তুলনায় তার কয়েকগুণ বেশি অর্থ ব্যয় করেছে সরকার। কিন্তু মন্ত্রকের সদুত্তর মেলেনি।
সিএজি-র ওই রিপোর্টে নরেন্দ্র মোদী সরকারের আরও ছয়টি মন্ত্রকের কাজ নিয়ে অনিয়মের অভিযোগ তোলা হয়েছে। সবচেয়ে বেশি অর্থ অনিয়মের অভিযোগ করা হয়েছে গড়করির সড়ক পরিবহণ মন্ত্রকের বিরুদ্ধেই। সিএজি বলেছে, দ্বারকা এক্সপ্রেসওয়ে প্রকল্পের সূচনায় প্রতি কিলোমিটার রাস্তার জন্য খরচ ধরা হয়েছিল ২০ কোটি টাকা। সেখানে খরচ হয়েছে প্রায় আড়াইশো কোটি টাকা। প্রতি কিলোমিটারে এই বিপুল ব্যয়ের কোনও সদুত্তর পাওয়া যায়নি। সিএজি গুরুতর অভিযোগ তুলেছে স্বাস্থ্য মন্ত্রকের বিরুদ্ধেও। আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পে গরমিলের দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছে তারা। এখন দেখার স্বাস্থ্যমন্ত্রী মনসুখ মাণ্ডবিয়া সড়ক পরিবহণ মন্ত্রীর মতো নিজেই মুখ খোলেন কিনা। স্বাস্থ্যমন্ত্রক অবশ্য রিপোর্ট ভিত্তিহীন বলেছে। কিন্তু স্বাস্থ্যমন্ত্রী এখনও মুখ খোলেননি।তিনি বলেন, রাস্তার প্রতি কিলোমিটারের খরচ ২০ কোটি ধরা হয়েছিল ঠিকই। কিন্তু রাস্তায় অসংখ্য উড়ালপুল, রিং রোড, আন্ডারপাস তৈরি করতে হয়েছে। সেগুলির এক-একটির খরচ দু'শো-আড়াইশো কোটির বেশি। সব মিলিয়ে ব্যয় হওয়া অর্থকে রাস্তার কিলোমিটারের হিসাবে ভাগ করলে আড়াইশো কোটি হতেই পারে। কিন্তু বাস্তবে রাস্তার অংশে ব্যয় কুড়ি কোটি টাকার কম হয়েছে। ১২ শতাংশ অর্থ সাশ্রয় করা গেছে।
গড়করি শনিবার আরও বলেন, সিএজির সঙ্গে মুখোমুখি বৈঠকে গোটা বিষয়টি ব্যাখ্যা করা হয় এবং তারা মন্ত্রকের ব্যাখ্যায় সন্তোষ প্রকাশ করে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের হল, আমার মন্ত্রকের অফিসারেরা সিএজিকে এই ব্যাখ্যা লিখিতভাবে পাঠাননি।
সূত্রের খবর, গড়করি শুধু অফিসারদের দিকে আঙুল তুলছেন তা-ই নয়, ঘনিষ্ঠ মহলে তিনি বলেছেন, সিএজি রিপোর্টে ভারতমালা প্রকল্প নিয়ে অনিয়মের অভিযোগ তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র।
আসলে গড়করি 'কাজের মন্ত্রী' হিসাবে শাসক এবং বিরোধী দুই শিবিরেই সমাদৃত। তাই-ই শুধু নয়, বিরোধীদের নির্বাচনী এলাকাতেও তিনি সমান দৃষ্টি দেন বলে বারে বারে প্রশংসা শোনা গিয়েছে। সংসদে দাঁড়িয়ে স্বয়ং সনিয়া গান্ধী নাগপুরের এই বিজেপি নেতার কাজের প্রশংসা করেছেন। শুধু তাই নয়, সদ্য সমাপ্ত সংসদ অধিবেশনে বিরোধীরা মণিপুর নিয়ে প্রধানমন্ত্রী মোদীর বিবৃতি দাবি করে ওয়াকআউট করছিল। তারই মধ্যে গড়করির মন্ত্রকের একটি বিল নিয়ে আলোচনায় বিরোধীরা অংশ নেয়। অন্যদিকে, গড়করি প্রকাশ্যে একাধিকবার দাবি করেছেন, ভাল কাজের জন্যই মানুষ তাঁকে ভোট দেবেন। তিনি কারও কাছে ভোট ভিক্ষা করবেন না।

অনলাইন হলেও কমেনি দালালরাজ!

হাতেনাতে জন্ম শংসাপত্রের দালাল ধরলেন মেয়র

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : জন্ম-মৃত্যুর শংসাপত্রের জন্য অনলাইনে আবেদন করতে। সেই আবেদনের ভিত্তিতে মেলে শংসাপত্র। দালালরাজ বন্ধ করতেই এই ব্যবস্থা করা হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে অনলাইন করার সত্ত্বেও কমেনি দালালরাজ। মানুষের অজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে তা বহাল তবিয়তে চলছে। এমনই এক পরিস্থিতির মুখোমুখি হলেন খোদ কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম।পরে মেয়র সাংবাদিক বৈঠকে জানান, গরিব মানুষ অনলাইনের বিষয়টি জানেন না। এই সুযোগে একদল অসাধু লোক সাধারণ মানুষকে ঠকাচ্ছে। আগে জন্ম-মৃত্যুর শংসাপত্র নিতে পুরসভায় আসতে হত। একে কেন্দ্র গড়ে উঠেছিল দালালরাজ। তা বন্ধ করার জন্য অনলাইন পদ্ধতি চালু করা হয়। অনলাইনে আবেদন করলেই একটি নির্দিষ্ট তারিখ দেওয়া হয়। সেই নির্দিষ্ট তারিখে পুরসভায় এলে হাতে হাতে শংসাপত্র দিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু অনলাইন শংসাপত্র দেওয়া হলেও বন্ধ হয়নি দালালরাজ। খোদ মেয়র হাতেনাতে তার প্রমাণ পেলেন।প্রতি সপ্তাহের বৃহস্পতিবার তিনি ১৫ নম্বর বরো অফিসে বসেন। এই বৃহস্পতিবারও তিনি যথারীতি বসে নাগরিকদের অভাব অভিযোগের কথা শুনছিলেন। হঠাৎ সেখানে হাজির হন এক হিন্দিবাসী মহিলা। তিনি মেয়রের কাছে এসে কাতর স্বরে বলেন, 'কমিয়ে দিতে বলুন না'। কিছু বুঝতে না পেরে মেয়র তাঁর কাছে জানতে চান, 'কিসের কথা বলছেন আপনি।' উত্তরে মহিলা জানান, তাঁর তিন সন্তান রয়েছে। তিনজনের জন্মশংসাপত্রের জন্য মাথাপিছু ছয় হাজার টাকা করে চেয়েছেন এক ব্যক্তি। সেই টাকাতেই একটু কম করতে বলেছেন তিনি। শুনে সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিম বন্দর থানাকে খবর দেন মেয়র। মেয়র নিজের নিরাপত্তা রক্ষীর হাতে টাকা দিয়ে ওই মহিলাকে দালালের কাছে পাঠিয়ে দেন। ফাঁদে পা দেয় দালাল। টাকা নিতে গেলে হাতেনাতে ধরা হয় তাঁকে। তুলে দেওয়া হয় পুলিশের হাতে।

জাতিদাঙ্গা রুখতে ব্যর্থ বিজেপির

ডবল ইঞ্জিন সরকার" - মণিপুরে গিয়ে অভিযোগ ইয়েচুরির

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : মণিপুরে জাতিদাঙ্গা রুখতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ বিজেপির ডবল ইঞ্জিন সরকার। অশান্ত মণিপুরে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে গিয়ে এই অভিযোগ করেন সিপিআইএম সাধারণ সম্পাদক সীতারাম ইয়েচুরি।গত মে মাস থেকে চলা মণিপুরের জাতিগত হিংসার ঘটনায় এখনও পর্যন্ত ১৫০ জনের বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছে। শুক্রবার সকালে নাগা অধ্যুষিত উখরুল জেলায় নতুন করে হিংসা ছড়িয়েছে। ৩ কুকি গ্রামীণ স্বেচ্ছাসেবক নিহত হন তাতে। নিহতরা হলেন সন বাইতে (২৪), থাংখোকাই হাওকিপ (৩৫) এবং জামখোগিন হাওকিপ (২৪)। গত এক সপ্তাহে মণিপুরে হিংসার ঘটনা না ঘটলেও এদিনের ঘটনায় উত্তেজনা আবার বাড়বে মনে করা হচ্ছে। মোট ৬০ হাজার মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছে এখনও পর্যন্ত।মণিপুরের মানুষ কেমন আছে? তা জানতে সেই রাজ্যে গেছে সিপিআইএম-র চার সদস্যের প্রতিনিধি দল। মণিপুরের পরিস্থিতি দেখে সীতারাম ইয়েচুরি সংবাদমাধ্যমদের সামনে বলেন, "বিজেপির ডবল ইঞ্জিন সরকার জাতিদাঙ্গা রুখতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে।কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে কোনো পদক্ষেপ নেওয়ার সদিচ্ছাই নেই। তিন মাসের বেশী সময় ধরে দাঙ্গা চলছে। প্রচুর মানুষের মৃত্যু হয়েছে। অনেকে ঘরছাড়া। আবার অনেকে বিভিন্ন এনজিও-র আশ্রয়ে রয়েছে। সরকারের উচিত দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়া।" তিনি আরও বলেন, "মানুষ অসহায় অবস্থায় রয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির সাথে আমরা কথা বলি। তাঁদের প্রতি আমাদের সমবেদনা জানাই। এই দুঃখের দিনে গোটা দেশ তাঁদের পাশে আছে। অনেক এনজিওকে রয়েছে যারা তাঁদের আশ্রয় দিয়েছে। তাঁদেরকে ধন্যবাদ জানাই।"উল্লেখ্য, মণিপুর গিয়ে বিভিন্ন আশ্রয় শিবির ঘুরে দেখেন সিপিআইএম-র চার সদস্যের প্রতিনিধি দল। সীতারাম ইয়েচুরির নেতৃত্বে তাঁরা গেছেন। বাকি তিন জন হলেন, দেবলীনা হেমব্রম, জীতেন চৌধুরী এবং সুপ্রকাশ তালুকদার। মূলত বিষ্ণুপুর জেলা ও চুরাচাঁদপুর জেলার আশ্রয় শিবিরগুলি ঘুরে দেখেন তাঁরা। সেই সব আশ্রয় শিবিরের অবস্থাও নাকি ভালো নয়। জল জমে রয়েছে চারিদিকে। থাকার উপযুক্ত পরিবেশ সেখানে নেই।

গরুপাচার মামলা দিল্লিতে সরানোর আবেদনের

প্রথম শুনানিতেই ধাক্কা! বিচারকের প্রশ্নের মুখে ইডি

পশ্চিম বর্ধমান: নিউজ সারাদিন : গরু পাচার মামলা দিল্লিতে স্থানান্তরের আবেদন জানিয়ে সিবিআইয়ের বিশেষ আদালতে প্রশ্নের মুখে পড়ল ইডি । গরু পাচার মামলা দিল্লিতে নিয়ে যাওয়ার জন্য ইতিমধ্যেই তোড়জোড় শুরু করেছে ইডি। সেইমতো গত ২৮ জুলাই আসানসোলে সিবিআইয়ের বিশেষ আদালতে ইডির তরফে মামলা স্থানান্তরের আবেদন করা হয়।গরু পাচার মামলায় প্রথমে সিবিআই ও পরে ইডির হাতে গ্রেফতার হয়ে দিল্লির তিহার জেলে বন্দি অনুব্রত, তার কন্যা সুকন্যা, প্রাক্তন দেহরক্ষী সায়গল, এনামুল হক এবং বিএসএফ আধিকারিক সতীশ কুমার। পরে আইনজীবী সোমনাথ চট্টরাজ বলেন, 'আসানসোলের সিবিআইয়ের বিশেষ আদালত থেকে মামলা দিল্লিতে নিয়ে যাওয়ার আবেদন করা হয়েছিল। এদিন তার শুনানি ছিল। ইডির আইনজীবী বিচারকের কোনও প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেননি। তার সওয়াল শেষ হলে, আমরা জবাব দেব।কিন্তু শনিবার সেই আবেদনের প্রথম শুনানিতেই ধাক্কা খেল ইডি।
এই দিন সিবিআইয়ের বিশেষ আদালতের বিচারক রাজেশ চক্রবর্তীর প্রশ্নের মুখে পড়তে হয় ইডির আইনজীবী অভিজিত ভদ্রকে। কেন এই মামলা দিল্লিতে সরানোর হবে সেই প্রশ্ন করেন বিচারক। তিনি জানতে চান, কোন আইনে এই অধিকার দেওয়া হয়েছে? কোনও কেন্দ্রীয় এজেন্সি কি ইচ্ছে করলেই কোনও মামলা অন্য কোনও রাজ্যে নিয়ে যেতে পারে? বিচারক উদাহরণ দিয়ে বলেন একই মামলায় একাধিক অভিযুক্ত কেউ কেরল, কর্ণাটক, অসম বা দিল্লিতে আছে। তাহলে এই মামলা কোথায় যাবে?সেই সময় ইডির আইনজীবী আইনের একাধিক ধারার উল্লেখ করে আবেদনের পক্ষে যুক্তি দেখানোর চেষ্টা করেন। বিচারক ভরা এজলাসে ধারাগুলি পড়েন ও জানতে চান এই প্রশ্নের উত্তর কোথায় আছে? তখন ইডির আইনজীবী নীরব হয়ে যান। তিনি বলেন, আমাকে সময় দেওয়া হোক। আমি তথ্য দেব।' এরপরেই বিচারক অনুব্রতর আইনজীবী শেখর কুণ্ডু ও সোমনাথ চট্টরাজের সঙ্গে কথা বলেন। পরে বিচারক রাজেশ চক্রবর্তী নির্দেশ দেন এই মামলার পরবর্তী শুনানি হবে আগামী ২ সেপ্টেম্বর।

১-ম পাতার পর

যাদবপুর-কাণ্ডে সিবিআই তদন্তের দাবি, যুক্ত করা হোক এনআইএ ও এনসিবিকে! জনস্বার্থ মামলা হাইকোর্টে

বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানমের ডিভিশন বেঞ্চে মামলা দায়ের করেছেন। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের গাফিলতির অভিযোগ তুলেই মামলা করেছে তৃণমূল। এই মামলায় রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসকে যুক্ত করার কথাও বলা হয়েছে।

শনিবার বিশ্ববিদ্যালয়ের এক প্রাক্তন ছাত্র প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চে আবেদন করেন। কেন সিবিআই তদন্তের দাবি জানালেন মামলাকারী? তাঁর বক্তব্য, পুলিশ তদন্ত করছে ঠিকই, কিন্তু অনেক ধীর গতিতে। এছাড়াও তথ্য প্রমাণ লোপাটের অভিযোগও তুলেছেন যাদবপুরের ওই প্রাক্তন পড়ুয়া। তিনি বলেন, সিবিআই তদন্ত করলে তাড়াতাড়ি মৃত্যু রহস্যের কিনারা হবে। আগামী সোমবার এই মামলার শুনানির সম্ভাবনা রয়েছে।

১-ম পাতার পর

জোর সওয়াল তৃণমূল সহ বিরোধী সাংসদদের, শাস্তির মকুব হবে অধীরের?

শুনে কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া যাবে না। প্রসঙ্গত, এক্ষেত্রে কোর্টের রায় আছে - কোনও সংসদ বা বিধায়কের সাসপেনশন শুধুমাত্র সংশ্লিষ্ট অধিবেশনে প্রযোজ্য হয়। এই বিষয়টি বৈঠকে উত্থাপন করেন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। গত ১০ অগাস্ট লোকসভায় অনাস্থা প্রস্তাব নিয়ে আলোচনায় জবাবি ভাষণ দেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সেই সময় বারবার বাধা দেওয়ায় অধীর চৌধুরীকে সাসপেন্ড করা হয়।

১-ম পাতার পর

দ্রুত বিচার পেতে আদালতে যান', যাদবপুরে মৃত ছাত্রের পরিবারকে পরামর্শ শুভেন্দুর

আইএসএফ বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকি। শুক্রবার ওই ছাত্রের মায়ের সঙ্গে আলাদা করে দীর্ঘ ক্ষণ কথা বলেন শুভেন্দু। রাজ্যের বিরোধী দলনেতার সঙ্গে বিজেপি বিধায়কদের ১৭ জনের একটি দল ছিল। তাতে ছিলেন বিজেপি সাংসদ জগন্নাথ সরকারও। সেখানে পরিবারের সঙ্গে দেখা করে বেরিয়ে রাজ্য প্রশাসনের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দেন শুভেন্দু। অন্য দিকে, শুভেন্দুদের এই সফরকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে কটাক্ষ করেছে তৃণমূল।শুভেন্দু ওই পরিবারের সঙ্গে সাক্ষাতের পর বলেন, "আমরা সহানুভূতি জানিয়েছি। উনি (মৃতের বাবা) ঘটনার ইতিমধ্যেই অনেক বার প্রেস স্টেটমেন্ট দিয়েছেন। বাকি কিছু অকথিত তথ্য ছিল। সেগুলো আমাদের জানিয়েছেন। আমি ওঁদের বলেছি, আপনারা এই বিষয়ে যদি সুবিচার পেতে চান, তাহলে আপনাদের উচিত আদালতের হস্তক্ষেপ প্রার্থনা করা। কারণ, এখন হাওয়া গরম আছে। সরকার চাপে আছে। তাই সরকার ৮-৯ জনকে গ্রেফতার করেছে। কিন্তু চার্জশিট হবে না। আবার ট্রায়াল কোর্টে গিয়ে দ্রুত বিচার হবে না। গত ১২ বছরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারের আমলে অনেক স্পর্শকাতর বিষয় নিয়ে একই ঘটনা ঘটতে দেখেছি আমরা।" তাঁর সংযোজন, "যে কয়েক জন গ্রেফতার হয়েছেন, এদের অধিকাংশ ওই ঘরে থাকতেন বলে জানিয়েছেন। অরিত্র বলে এক জন ধরা পড়েনি। তারও একটা ভূমিকা আছে।"অন্য দিকে, মৃতের পরিবারের তরফে বলা হয় বিরোধী দলনেতা তাঁদের কাছে বিভিন্ন বিষয়ে জানতে চান। শুভেন্দু জানান, ওই ছাত্রের মৃত্যুতে গোটা ব্যবস্থাকে একটি প্রশ্নচিহ্নের সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। তিনি বলেন, "যাদবপুরে সিসিটিভি নিয়ে এত আপত্তি কেন? যাদবপুরে রাজ্য সরকারের মদতে 'টুকরে টুকরে গ্যাং'কে মদত দিতে চায় ওরা। কারণ, ওরা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বিরুদ্ধে 'হেট ক্যাম্পেন' করার জন্য কাজ করে।"

বাংলায় আসন সমঝোতা কি মমতার ফর্মুলায়?

জোটের দায়ে সুর নরম অধীরের

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : জাতীয় স্তরে তৃণমূল এবং কংগ্রেসের সম্পর্ক এখন মসৃণ। সংসদে বিজেপির বিরুদ্ধেও এককাট্টা দুই দল। তাঁর সাসপেনশনের বিরুদ্ধেও সরব হয়েছেন তৃণমূল সাংসদরা। এই পরিস্থিতিতে রাজ্যে তৃণমূলের সরাসরি বিরোধিতা করা ক্রমশ কঠিন হয়ে পড়ছে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরীর জন্য। সম্ভবত সেই কারণেই লোকসভায় রাজ্যে আসন সমঝোতা হলে তার ফর্মুলা কী হবে, তা নিয়ে এখনই কোনও মন্তব্য করতে চাইলেন না প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি। কংগ্রেস হাইকম্যান্ডের সঙ্গে তৃণমূলের সম্পর্ক যত সহজ হচ্ছে, ততই রাজ্য তৃণমূলের বিরোধিতা করা কঠিন হচ্ছে অধীরের পক্ষে। যদিও ধুপগুড়ি উপনির্বাচনে বিজেপি এবং তৃণমূলের বিরুদ্ধে একজোট হয়েই লড়ছে বাম-কংগ্রেস। সেখানে বামেদের সমর্থন করছে কংগ্রেস। তাসত্ত্বেও ইন্ডিয়া জোটের সৌজন্যে তৃণমূল নিয়ে অধীরকে যে কিছুটা ঢোক গিলতে হচ্ছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। বিশেষত সংসদে তাঁর শাস্তি আটকাতে যেভাবে তৃণমূল সাংসদরা সওয়াল করেছেন, তাতে জোর গলায় তৃণমূলের বিরোধিতা করা এখন অধীরের পক্ষে কার্যত অসম্ভব।২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে বিরোধীরা যে যেখানে শক্তিশালী, সেখানে বিজেপি-র বিরুদ্ধেই সেই দলকেই লড়ার পক্ষে সওয়াল করেছেন তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রথম থেকেই এই একের বিরুদ্ধে এক ফর্মুলায় বিজেপি-কে কোণঠাসা করার কৌশলের পক্ষে জোর দিয়েছেন তিনি। এই ফর্মুলা মানলে পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূলই সবথেকে শক্তিশালী দল। ফলে রাজ্যে বিরোধীদের মধ্যে শেষ পর্যন্ত আসন সমঝোতা হলে তার ফর্মুলা কী হবে, তা এখনও স্পষ্ট নয়। লোকসভা নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গে আসন বিভাজন কোন ফর্মুলায় হবে, এ দিন সেই প্রশ্নই করা হয়েছিল অধীর চৌধুরীকে। জবাবে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি সরাসরি তৃণমূলের বিরুদ্ধে সরব না হয়ে বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একজন নেতা। উনি ওনার মতো বলেছেন। এখানে আমাদেরও সিট আছে। সময় আসুক, দেখা যাবে।

ভেঙেছে শ'খানেক বাড়ি, পুড়েছে ১৯টি চার্চ!

পাকিস্তান যেন খ্রিস্টানদের বধ্যভূমি

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : পাকিস্তানে সংখ্যালঘু নির্যাতনের অভিযোগ নতুন নয়। ফের সামনে এল খ্রিস্টানদের উপরে অত্যাচারের বিষয়টি। জানা গিয়েছে, গত বুধবার উন্মত্ত জনতা পাঞ্জাব প্রদেশের জারানওয়ালায় চড়াও হয় সংখ্যালঘু খ্রিস্টানদের উপরে। শয়ে শয়ে খ্রিস্টান পাক নাগরিক দেশ ছেড়ে পালিয়েছেন। গতকাল, শুক্রবারই পাঞ্জাব প্রদেশের ৩ হাজার ২০০টি চার্চে পুলিশ প্রহরা রাখা হয়েছে। যেনতেন প্রকারেণ এই নির্যাতন রুখতে প্রশাসন যে মরিয়া তা জানানো হয়েছে। পাক সরকার ও ধর্মীয় নেতারা সকলকে শান্তি বজায় রাখার আবেদন জানিয়েছেন। জানা যাচ্ছে, ভাঙা পড়েছে ৮৭টি বাড়ি। তাঁদের জিনিসপত্র রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হয়েছে। আগুন পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে ১৯টি চার্চ। ইতিমধ্যেই ১২৮ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

কিন্তু কেন এমন ভাঙচুরের ঘটনা ঘটল? অভিযোগ, এক মুসলিম ধর্মগুরু মসজিদের লাউডস্পিকারে খ্রিস্টানদের বাড়ি ভাঙার উসকানি দেন। আর তাতে খেপে ওঠে জনতা। এই পরিস্থিতিতে পাঞ্জাব পুলিশের প্রধান উসমান আনওয়ার এফপিকে জানিয়েছেন, 'যে ঘটনা ঘটেছে তা মর্মান্তিক। এই ধরনের হিংসাকে বরদাস্ত করা হবে না।'

হেমন্ত সোরেনকে আগামী ২৪ অগস্ট তলব ইডির

রাঁচি, ১৯ অগস্ট: নিউজ সারাদিন : ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেনকে ফের তলব করল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট । আগামী ২৪ অগস্ট ইডি-র দফতরে হাজিরা দেওয়ার জন্য তাঁকে সমন পাঠানো হয়েছে । চলতি অগস্ট মাসে এই নিয়ে তাঁকে দ্বিতীয়বার তলব করল ইডি । এর আগে গত ১৪ অগস্ট তাঁকে ডাকা হয়েছিল ।এখনও পর্যন্ত হেমন্ত সোরেনের তরফে কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি । এখন দেখার ২৪ অগস্ট তিনি হাজিরা দিতে যান, নাকি এবার কোনও আইনি পদক্ষেপ করেন এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের বিরুদ্ধে ! রাঁচি, ১৯ অগস্ট: ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেনকে ফের তলব করল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট । আগামী ২৪ অগস্ট ইডি-র দফতরে হাজিরা দেওয়ার জন্য তাঁকে সমন পাঠানো হয়েছে । চলতি অগস্ট মাসে এই নিয়ে তাঁকে দ্বিতীয়বার তলব করল ইডি । এর আগে গত ১৪ অগস্ট তাঁকে ডাকা হয়েছিল । ২৪ অগস্ট ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রীকে তলব: চলতি মাসের শুরুতেই ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রীকে তলব করে ইডি । ১৪ অগস্ট তাঁকে ইডির দফতরে হাজিরা দিতে বলা হয় । কিন্তু তিনি সেদিন হাজির হননি ইডির তদন্তকারীদের সামনে । বরং চিঠি লিখে আসবেন না বলে জানিয়ে দেন । তার পর জমি কেলেঙ্কারি সংক্রান্ত এই মামলায় ফের তাঁকে ইডি তলব করেছে । সূত্রের খবর, দ্বিতীয়বার তলবের আগে এই বিষয়ে আইনি পরামর্শও নিয়েছে তদন্তকারী সংস্থা । তার পরই হেমন্ত সোরেনকে ২৪ অগস্ট আসতে বলা হয়েছে ।রাজাকে চা-পানের আমন্ত্রণ: শনিবার সকালেই হেমন্তকে তলবের বিষয়টি সামনে আসে । তার পরই বিজেপি সাংসদ নিশিকান্ত দুবে সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি পোস্ট করেন । সেখানে তিনি লেখেন, ২৪ অগস্ট ইডি আবার রাজা সাহেবকে চা-পানের জন্য ডেকেছে । তিনি অবশ্য হেমন্তর নাম লেখেননি । তবে তাঁর কটাক্ষের লক্ষ্য যে ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী, তা সহজেই অনুমান করা যাচ্ছে । ইডিকে পাঠানো হেমন্ত সোরেনের চিঠি: রাঁচিতে জমি কেলেঙ্কারি সংক্রান্ত মামলায় ইডি গত ১৪ অগস্ট ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেনকে তলব করে । ১৪ অগস্ট সকাল ১১টায় হেমন্তকে ইডি-র রাঁচি জোনাল অফিসে যেতে বলা হয়েছিল । কিন্তু সংস্থার সামনে হাজির হওয়ার পরিবর্তে তিনি ইডি-র রাঁচি জোনাল অফিসে একটি চিঠি পাঠান ।

চুক্তিভিত্তিক মার্কেটিং জানার সাংবাদিক নিয়োগ করা হবে।
সব রাজ্যে,
সব জেলা ও মহকুমাতে।
যে সব মার্কেটিং জানা সাংবাদিকরা কাগজের সঙ্গে যুক্ত হতে ইচ্ছুক ,
যোগাযোগ করুন ৯৫৬৪৩৮২০৩১

ভারতের সর্বাধিক বাংলা দৈনিক ই পেপার
সারাদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে
২ বর্ষ ২২৯ সংখ্যা ২০ আগস্ট, ২০২৩ রবিবার ০৩ ভাদ্র, ১৪৩০

সম্পাদকীয়

মমতার নির্দেশ, বাইপাস লাগোয়া ৫২টি জমিতে শনিবার সরকারি মালিকানার সাইনবোর্ড লাগাল ভূমি দফতর

বাইপাস লাগোয়া জমিতে জবরদখল উচ্ছেদ করতে চাইছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকার। এ ব্যাপারে মুখ্যমন্ত্রী পষ্টাপষ্টি নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্য সচিব হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদীকে। মমতার বলা মাত্রই কাজ শুরু হয়ে গেল। শনিবার এক দিনে ৫২টি জমি চিহ্নিত করে সরকারি মালিকানার সাইনবোর্ড লাগিয়ে দিল ভূমি ও ভূমি সংস্কার দফতর।নবান্নের আর্থিক অবস্থা যে ভাল নয় সে কথা প্রায়ই বলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। অবস্থা এতটাই খারাপ যে সরকারের ঘোষিত প্রকল্প চালিয়ে যেতেই সমস্যা হচ্ছে নবান্নের। তার মধ্যে বিষ ফোঁড়ার মতো কেন্দ্রের 'আর্থিক অবরোধ' আরও বড় সংকট তৈরি করেছে। তাই এবার আয়ের উতস্য সন্ধানে বিকল্প বন্দোবস্তর জন্য উঠে পড়ে লেগেছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকার।

সরকারের অব্যবহৃত জমি ও দখল হয়ে যাওয়া জমির জরিপ শুরু করেছে নবান্ন। ওই সব জমিকে দখলমুক্ত করে নিলামে বিক্রির পথে হাঁটতে পারে সরকার। ভূমি ও ভূমি সংস্কার দফতরের কর্তাদের মতে, ঠিক মতো এগোতে পারলে এর ফলে এক লপ্তে বড় অঙ্কের টাকা ঢুকতে পারে কোষাগারে। এখন দেখার এই বাইপাস লাগোয়া তিন ওয়ার্ডে সব জমি দখলমুক্ত করতে পারে কিনা নবান্ন।বাইপাস সংলগ্ন ৩টি ওয়ার্ডে সরকারি জমি চিহ্নিত করার কাজ শুরু হয়েছে। শনিবার ১০৭, ১০৮ ও ১০৯ নং ওয়ার্ডে মূলত দক্ষিণ ২৪ পরগনার অংশে থাকা জমি গুলি চিহ্নিত করার কাজ শুরু হয়। এদিন দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলা শাসকের তত্ত্বাবধানে একটি সরকারি অফিসারের টিম এই তিন ওয়ার্ডের পৌঁছয়। তাঁদের সঙ্গে ছিলেন স্থানীয় বিএলআরও।

প্রথমদিন ৫২ প্লট চিহ্নিত করে সেখানে সাইন বোর্ড লাগানো হয়েছে। সেই জমি যে সরকারের তা পরিষ্কার ভাবে লিখে দেওয়ার পাশাপাশি জমির চরিত্রও লিখে দেওয়া হয়েছে। ওই জমি দখলের চেষ্টা যেন না হয় তার স্পষ্ট হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে সাইনবোর্ডে।

এই ৫২ টি প্লটের মধ্যে রয়েছে ১০৭ নং ওয়ার্ডের ২৬ টি প্লট, ১০৮ নং ওয়ার্ডের ৮টি প্লট ও ১০৯ নং ওয়ার্ডের ১৪টি প্লট। তবে শুধু ৫২টি প্লট নয় এই তিনটি ওয়ার্ডে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার অংশে প্রায় ৮০০ টি প্লট রয়েছে যা সরকারের জমি।সূত্রের খবর, এর মধ্যে প্রায় ৫০ শতাংশ প্লট দখল করে কেউ না কেউ বসে গিয়েছে কিংবা তা নিয়ে মামলা রয়েছে। ধীরে ধীরে ওই জমি গুলিতেও সরকার বোর্ড লাগাবে। যাতে ওই জমি দখলমুক্ত করে যায়।

মণিপুরে জি-২০'র অনুষ্ঠান করে দেখান'

বিজেপিকে 'চ্যালেঞ্জ' অখিলেশের

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : কেন্দ্র দাবি করেছে মণিপুর স্বাভাবিক হওয়ার পথে এগোচ্ছে। কিন্তু তাহলে জি-২০'র কোনও অনুষ্ঠান কেন এখানে আয়োজিত হল না। এমনই প্রশ্ন তুলে বিজেপিকে তোপ দাগলেন সমাজবাদী পার্টির প্রধান অখিলেশ যাদব ।এদিকে বিরোধীদের মোদির 'ঘমন্ডিয়া' তোপের পালটা দিয়েছেন অখিলেশ। তাঁর তোপ, 'যিনি 'ইন্ডিয়া'কে 'ঘমন্ডিয়া বলছেন তিনি নিজে অহংকারী।' তাঁর 'পরামর্শ', 'বিজেপির উচিত নিজেদের দোষগুলো লুকনোর চেষ্টা না করা। দেশের সবচেয়ে বড় 'পরিবারবাদ' পার্টি হল বিজেপি।'সেখানেই তাঁকে বলতে শোনা যায়, উত্তরপ্রদেশ কিংবা দেশের নানা প্রান্তে জি-২০ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। কিন্তু কেন মণিপুরে কোনও অনুষ্ঠান হল না? বিজেপির উচিত ওখানে কোনও অনুষ্ঠান আয়োজন করে বিশ্বকে দেখিয়ে দেওয়া, ওখানে কোনও সমস্যা নেই।' পাশাপাশি তাঁর কটাক্ষ, 'বিজেপি এই ধরনের অনুষ্ঠান থেকে ফায়দা তুলতে চাইছে। কাজেই দলের উচিত এটা স্পনসর করা। কেন সরকার, মানুষের করের টাকায় এসব হবে?'

পৃথিবীর সৃষ্টির মূলে দেবাদিদেব মহাদেব

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

সবটাই আমাদের কাছে দিনের আলোর মত স্বচ্ছ, পৌরাণিক কাহিনী সম্পর্কে বেশ অনেক তথ্যই রয়েছে যা অনেকেরই আজও অজানা। এই সমস্ত গোপন তথ্য আপনার জীবনেও মিরাকেল ঘটাতে পারে। এমনই বেশ কিছু গোপন তথ্য রয়েছে শিব এবং পার্বতীকে নিয়েও।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

প্রতিটি কণার মধ্যে ঈশ্বর আজও বিরাজমান

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(দ্বিতীয় পর্ব)

রামচন্দ্রকে সৎকার করা হয়েছিল বলে এলাকা স্থানীয় বাসিন্দাদের মুখ থেকে শুনলাম। যারাই এখানে আসেন তারা পবিত্র এই নদীতে পিতৃপুরুষের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করে যান।অযোধ্যায় গিয়ে আরও জানলাম, প্রতি বছর এখানে মেলা হয়। তার মধ্যে নভেম্বর মাসে রামের বিবাহ, জুন-জুলাই মাসে রথযাত্রা, আগস্ট মাসে ঝুলনমেলা, মার্চ-এপ্রিলে রাম নবমী আর সরযুস্নান অনুষ্ঠিত হয় অক্টোবর-নভেম্বরে। তবে মার্চ-এপ্রিলে রাম নবমী মেলায় না যাওয়াই ভালো। মেলার সময় এখানে প্রচুর মানুষের সমাগম ঘটে। তখন নানা ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেও থাকে। একদিনে অযোধ্যা দেখে সন্ধ্যার আগেই আমি ফিরে এলাম ফৈজাবাদে। মাত্র ১০ মিনিট সময় লেগেছিল অযোধ্যা থেকে ফৈজাবাদে আসতে। ফৈজাবাদে ছিলাম ৩ দিন। ফৈজাবাদ মুসলিম প্রধান অঞ্চল। এখানে দেখেছি মুসলিম স্থাপত্যের ঘরবাড়ি, পুরানো রাজমহল। বাবু বেগম সুজা-উদ-দৌলার সমাধি রয়েছে এই ফৈজাবাদ শহরে।ফৈজাবাদের জাদুঘরটিও ঘুরে দেখেছিলাম। তবে একটি কথা না বললেই নয়, অযোধ্যায় কিন্তু আমি বেশ কিছু মসজিদ দেখেছিলাম। কিন্তু এখনকার গাইড ইচ্ছে করেই মসজিদগুলো দেখাতে চান না। তবে রাম মন্দির নিয়ে বিতর্কের আজও শেষ নেই সবকিছুর মধ্যে ভালই ভালই আমি বাড়ি ফিরে চলে এসেছিলাম ফৈজাবাদে থেকে।আমি আধ্যাত্মিক শক্তির মাধ্যমে জানতে পেরেছিলাম যে কোনোভাবেই হোক রাম জন্মভূমিতে রাম মন্দির করবে ভারতবাসীরা। এ কথাগুলো আজ যেন কল্পতরু'র মতো কাজে লাগছে। বর্তমান পরিস্থিতি সেই পথের দিকে এগিয়েছে। এখন পরিস্থিতি এমনই যে, কেউই 'রাম'কে জোর গলায় অস্বীকার করতে পারছে না। ক্রমশ সংঘ পরিবারের হিন্দু জাতীয়তাবাদের কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হচ্ছে দেশের রাজনৈতিক দলগুলি। সংবিধান নয়, রামের মধ্যেই ভারতের জাতীয় ঐক্যের সন্ধান করতে বাধ্য হচ্ছে তারা।

কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক প্রিয়াঙ্কা গান্ধী বঢরা তো একটি বৃত্তই সম্পূর্ণ করলেন। শাহ বানু মামলায় মুসলমান মহিলাদের খোরপোষের ব্যাপারে যে রায় আদালত দিয়েছিল, তা উল্টে দিয়ে ১৯৮৫ সালে সংখ্যালঘুদের মন রাখতে আইন এনে ফেলেছিলেন প্রিয়াঙ্কার বাবা, প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী। হিন্দুত্ববাদীদের রোষের মুখে পড়ে তাদের মন রাখতে অযোধ্যায় বিশ্ব হিন্দু পরিষদকে শিলান্যাসের অনুমতিও দিয়েছিলেন রাজীব। এমন কী ১৯৮৯-এর সাধারণ নির্বাচনের প্রচারও তিনি অযোধ্যা থেকেই শুরু করেছিলেন। 'রাম রাজ্য' প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে। শেষ লক্ষ্য আজ ভারতবাসীর হিন্দুসমাজের পুরণ হতে চলেছে, আর এটা সম্ভব নাকি নরেন্দ্র মোদির জন্য হয়েছে।২০২০-তে এসে নরেন্দ্র মোদি যখন সুপ্রিম কোর্টের রায়কে হাতিয়ার করে অযোধ্যায় রাম মন্দিরের ভূমিপুজো করছেন, তখন রাজীব-কন্যা রামলালার সাহস, সংযম, ত্যাগের গুনগানে ব্যস্ত। রামলালার মন্দিরের ভূমিপুজোর অনুষ্ঠানকে জাতীয় ঐক্য, বন্ধুত্ব ও সাংস্কৃতিক সমাগমের প্রতীক হিসেবে দেখছেন।তবে সুপ্রিম কোর্টের মামলার আগে হলফনামা দিয়ে শিয়া ওয়াকফ বোর্ড জানিয়ে দিল, অযোধ্যায় রামের জন্মভূমি থেকে মসজিদ সরিয়ে কোনও মুসলমান অধ্যুষিত এলাকায় নিয়ে যাওয়া হোক।

উত্তরপ্রদেশের শিয়া সেন্ট্রাল ওয়াকফ বোর্ডের তরফে হলফনামায় লেখা হয়েছে, 'আমাদের মতে দুই বিবাদি পক্ষের উপাসনার স্থান, মসজিদ ও মন্দির যতটা দূরে রাখা যায় ততই ভাল। কারণ দুই গোষ্ঠীই লাউডস্পিকার ব্যবহার করলে তার ফলে ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানে ব্যাঘাত ঘটে। এতে বিদ্বেষ বাড়ে।' তাঁরা আরও জানিয়েছেন, 'শান্তি আনার জন্য মসজিদকে মর্যাদা পুরুষোত্তম শ্রীরামের পূণ্য জন্মভূমি থেকে যথাযথ দূরত্বে কোনও মুসলমান-অধ্যুষিত এলাকায় নিয়ে যাওয়া যায়।'

কিন্তু শিয়া ওয়াকফ বোর্ড এই ধরনের প্রস্তাব মুসলমানদের তরফ থেকে কীভাবে দিতে পারে, সেই প্রশ্নের জবাবও দিয়েছে বোর্ড। তাঁদের মতে, 'বাবরি মসজিদ শিয়া ওয়াকফের অধীনে ছিল। ফলে উত্তর প্রদেশের শিয়া সেন্ট্রাল বোর্ড এই নিয়ে আলোচনা করে শান্তিপূর্ণ সমাধানের একমাত্র পক্ষ।'

এই হলফনামায় সুন্নি ওয়াকফ বোর্ডকেও একহাত নিয়েছে শিয়া ওয়াকফ বোর্ড। সুন্নি বোর্ড কট্টরপন্থীদের হাতে রয়েছে এবং তারা কখনওই শান্তিতে বিশ্বাস করে না বলে অভিযোগ করেছে শিয়া বোর্ড। যাক এসব বিতরকের কথা আমি এই লেখার মধ্যে আরেকটু সংযোজন করতে চাই ,আমি একচুয়ালি কোন ধর্মকে আঘাত করে এই লেখাটি লিখতে চাইনি। আমি অযোধ্যায় গিয়ে যাও অনুভূতি হয়েছিল তা আমি আমার কলমে তুলে ধরতে চেয়েছি। এছাড়াও আমি বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা পড়ে যা আমার নিজের বোধগম্য হয়েছে, সে কথাগুলো কলমের ভাষাতে লিপিবদ্ধ করে যেতে চাইছে।আজ থেকে পাঁচ বছর আগে শেষবারের জন্য অযোধ্যায় গিয়েছিলেন সম্পুরা পরিবার চন্দ্রকান্ত সম্পুরা। পুত্র নিখিল এবং আশীস এখন মন্দির নির্মাণের কাজের মূল দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছেন। তাঁদের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন নিখিলের ২৮ বছর বয়সী সিভিল ইঞ্জিনিয়ার পুত্র আশুতোষ।আশাসের উল্লেখযোগ্য কাজ, মুম্বাইয়ের আন্টিলায় আম্মানিদের ব্যক্তিগত মন্দির নির্মাণ। এছাড়া এই পরিবারের হাতেই তৈরি হয়েছে অক্ষরধাম মন্দির, অক্ষর পুরুষোত্তম স্বামীনারায়ণ সংস্থার মন্দির। লন্ডনের এই অক্ষর পুরুষোত্তম স্বামী নারায়ন মন্দিরের প্রধান, মহন্ত স্বামী, রাম মন্দিরের ভূমি পূজা অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত ৭ সাধুর অন্যতম।এই অযোধ্যার রাম মন্দির কেমন দেখতে হবে?রাম মন্দির তৈরি হবে নগর শৈলী অনুযায়ী। প্রাথমিকভাবে মন্দিরের আকার-আকৃতি যেমনটা হবে বলে ভাবা হয়েছিল বাস্তবে তা হতে চলেছে আরও অনেক বড়। তিনটি অতিরিক্ত কুণ্ডলী যোগ হচ্ছে মূল নকশার সঙ্গে। একটি সামনে এবং দুটি দু'পাশে। কুন্ডলীর উপর প্রশস্ত হবে 'গূধ মন্ডপ'। মূল নকশায় ১৬০টি কলমের কথা বলা থাকলেও তা ৩৬৬তে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। এরমধ্যে ১৬০ টি কলম থাকবে একতলায় ১৩২ টি থাকবে দোতালায়, ৭৪ টি থাকবে তিনতলায়। 'রাম দরবার' এর সিঁড়ির মাপও বদলেছে। ১৬ ফুট চওড়া হচ্ছে এই সিঁড়ি। মন্দিরের উচ্চতা প্রাথমিকভাবে ১৪১ ফুট নির্ধারিত হলেও শেষ পর্যন্ত ১৬১ ফুট হবে বলে ঠিক হয়েছে। ২৩৫ ফুট আগে নির্ধারিত ছিল। ১৬০ ফুট মন্দিরের দৈর্ঘ্য ২৮০ ফুট থেকে বেড়ে হয়েছে ৩০৭ ফুট। সবদিক থেকে মন্দিরের আকার বাড়ানো হয়েছে কারণ, সরকার চেয়েছে মন্দিরে যাতে আরো বেশি করে মানুষ স্থান পায়, এমনটাই জানাচ্ছেন সম্পুরা পরিবারের সদস্য আশীস। পরিকল্পনা অনুযায়ী, প্রত্যেকটি কলমে ১৬ টি মূর্তি থাকবে। এই মূর্তিগুলির মধ্যে থাকবে দশাবতার, ৬৪ যোগিনী, শিবের সবরকম রূপ এবং সরস্বতী দেবীর ১২ রূপ। রাম মন্দিরের অনন্য বৈশিষ্ট্য হবে অষ্টভুজাকার আকৃতি। এই রাম মন্দিরে থাকবে হিন্দু মন্দিরের স্থাপত্যের প্রায় প্রতিটি নিদর্শন, যেমন চৌকি নৃত্য, গর্ভগৃহ।এই বিশালাকার মন্দির নির্মাণ করতে মোটামুটি সাড়ে তিন বছর সময় লাগবে বলে অনুমান সম্পুরা পরিবারের। কিন্তু করোনা অতিমারীর পরিস্থিতিতে গোটা কাজটি আরও ছয় থেকে আট মাস পিছিয়ে দিয়েছে। যাইহোক ধর্মের অস্তিত্ব কথা তুলে বলতে চাই।হিন্দু ধর্মে অনেক দেব-দেবী আচার এ সবের উর্দ্ধে উপনিষদ অখন্ড ব্রহ্মের কথা বলে। আচার্য সুনীতি চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন, হিন্দু শাশ্বত সত্তাকে মানে। এই সত্তাকে নিরূপণের প্রকাশের মুখ্য দুটি পথ। একটি জ্ঞানের বা যুক্তি-তর্কর পথ, অন্যটি ভক্তির পথ বা অনুভব অনুভূতির পথ। হিন্দু ধর্মে আসলে কোনও ঈৎববফ বা ধর্মবীজ নেই। স্বামী

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

সিনেমার খবর

'লেডি সিংহাম' হয়ে আসছেন দীপিকা

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : রোহিত শেট্টির পরিচালনায় দীপিকা পাড়ুকোনের সিনেমা 'চেন্নাই এক্সপ্রেস'। ৮ আগস্ট সিনেমাটির মুক্তির ১০ বছর পূর্ণ হয়েছে। সুপারহিট এই সিনেমার এক দশক পূর্তি উপলক্ষে দীপিকা তার ইনস্টাগ্রামে একটি ভিডিও পোস্ট করেছেন।

'চেন্নাই এক্সপ্রেস'র জনপ্রিয় চরিত্র 'মীনাম্মা' হিসেবে পর্দায় দেখা গিয়েছিল দীপিকাকে। এবার একই পরিচালকের সিনেমা 'সিংহাম অ্যাগেইন'-এ 'লেডি সিংহাম' হয়ে আসতে চলেছেন অভিনেত্রী। এর আগে 'সার্কাস' সিনেমার ট্রেলার মুক্তির অনুষ্ঠানে নির্মাতা রোহিত শেট্টি ঘোষণা দিয়েছিলেন, তার 'পুলিশ ইউনিভার্স'-এ নতুন এক নারী সদস্য আসছেন। সেই সদস্য আর কেউ নন, দীপিকা পাড়ুকোন। 'সিংহাম' ফ্র্যাঞ্চাইজির প্রাণভোমরা অজয় দেবগন।

'সিংহাম অ্যাগেইন'র দায়িত্ব এবারো অজয়ের কাঁধেই থাকবে। দীপিকাকে দেখা যাবে অজয়ের বোনের ভূমিকায়, যেখানে তিনি নারী পুলিশ কর্মকর্তার চরিত্রে অভিনয় করবেন।

জানা গেছে, ছবির জন্য তাকে ৩৫ থেকে ৪০ দিন শুটিং করতে হবে। চলতি বছর মুক্তি পাওয়া 'পাঠান'-এ দুরন্ত অ্যাকশন করতে দেখা গেছে অভিনেত্রীকে। রোহিতের সিনেমায়ও দীপিকাকে দুর্ধর্ষ অ্যাকশন করতে দেখা যাবে। এ জন্য তিনি এখন থেকেই প্রস্তুতি শুরু করেছেন।

দীপিকা ছাড়াও সিনেমায় অতিথি চরিত্রে দেখা যাবে বলিউডের আরেক অ্যাকশন তারকা টাইগার শ্রফকে। সিনেমাটির শুটিংপূর্ব প্রাথমিক প্রস্তুতি চলছে এখন। শোনা যাচ্ছে, আগামী সেপ্টেম্বরে শুটিং শুরু হবে। আগামী বছর আগস্টে ভারতের স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে সিনেমাটি মুক্তি পাবে।

সীমান্তে বন্দুক চালানো শিখলেন কিয়ারা, কিসের প্রস্তুতি নিচ্ছেন?

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : বলিউডে সাম্প্রতিককালের অন্যতম জনপ্রিয় ও চর্চিত অভিনেত্রী কিয়ারা আদভানি। বলিউডে নজরে এসেছিলেন কবির সিং ছবির মাধ্যমে। তারপরে গত কয়েক বছরে 'লাস্ট স্টোরিজ', 'গিল্টি', 'শেরশাহ', 'ভুল ভুলাইয়া ২' 'জুগ জুগ জিয়ো', 'সত্যপ্রেম কি কথা'র মতো ছবি ও সিরিজে অভিনয় করে বলিউড অভিনেত্রীদের তালিকার প্রথম দিকে উঠে এসেছেন কিয়ারা। পেশাগত জীবনের পাশাপাশি ব্যক্তিগত জীবনেও সুসময়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছেন অভিনেত্রী। চলতি বছরেই প্রেমের মাসে বলিউড অভিনেতা সিদ্ধার্থ মালহোত্রার সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধেছেন কিয়ারা। পরের ছবির কাজ ছাড়াও আপাতত একাধিক শুট নিয়ে ব্যস্ত রয়েছেন অভিনেত্রী। তার মধ্যেই সময় বের করে আটারি-ওয়াঘা সীমান্তে গেলেন তিনি। সেখানে গিয়ে ভারতীয় সেনা জওয়ানদের সঙ্গে সময় কাটালেন, শিখলেন বন্দুক চালানোও। জওয়ানদের সঙ্গে দড়ি টানাটানি খেলাতেও মাতলেন অভিনেত্রী। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে সেই ভিডিও।

সামনেই ভারতের স্বাধীনতা দিবস। সেই উপলক্ষেই আটারি-ওয়াঘা সীমান্তে গিয়ে হাজির হয়েছিলেন কিয়ারা। তার উপরে 'শেরশাহ'-এর মতো ছবিতে কাজ করার পরে ভারতীয় সেনা জওয়ান ও তাদের জীবনযাপনের প্রতি শ্রদ্ধা আরও বেড়েছে অভিনেত্রীর। ওয়াঘা সীমান্তে গিয়ে তাদের সঙ্গে সময় কাটানোর পাশাপাশি তাদের থেকে রীতিমতো ট্রেনিংও নিলেন কিয়ারা। বন্দুক চালানো, একাধিক বাধা পেরিয়ে লক্ষ্যে পৌঁছে যাওয়ার মতো কাজেও হাত পাকালেন তিনি। সঙ্গে বলিউডি ধাঁচে মনোরঞ্জন তো আছেই। সব শেষে জওয়ানদের সঙ্গে জাতীয় পতাকা হাতেও দেখা গেল তাকে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে কিয়ারার সেই ছবি। পেশাগত জীবনে অন্যতম সেরা সময়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছেন কিয়ারা। জানা গেছে, 'ডন ৩' ছবিতে রণবীর সিংয়ের বিপরীতে দেখা যাবে তাকে। শোনা গিয়েছিল, ছবিতে রোমার চরিত্রের জন্য ভাবা হয়েছিল তাকে। তবে এখন খবর, নতুন 'ডন ৩' ছবির জন্য নাকি নতুন করে ভাবা হচ্ছে সব চরিত্রকে। রোমা চরিত্র যে থাকবেই আগামী ছবিতে, তার কোনও নিশ্চয়তা নেই। এক যুগের বিরতির পর নতুন আঙ্গিকে 'ডন' ও সেই ব্রহ্মাণ্ডকে সাজাতে চান ফারহান। সেই ভাবনার সঙ্গে তাল মিলিয়ে নতুন ছকে ফেলা হচ্ছে ছবির চরিত্রগুলোকেও। তাই রোমা চরিত্রে নয়, অন্য এক চরিত্রে দেখা যাবে কিয়ারাকে। শোনা যাচ্ছে, কিয়ারার এই চরিত্র নাকি আদতে খলনায়িকার চরিত্র। যদিও কিয়ারাকে নিয়ে এখনও কোনও আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করা হয়নি এক্সেল এন্টারটেনমেন্টের পক্ষ থেকে।

দর্শকদের যে পরামর্শ দিলেন সালমান খান

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : ক্যারিয়ারের ঝুলিতে ফ্লপ ছবি যোগ হলেও নিজের লাভ-লোকসান নিয়ে বিন্দুমাত্র চিন্তা করেন না বলিউড সুপারস্টার সালমান খান।

সালমান অভিনিত 'কিসি কা ভাই কিসি কি জান' ছবিটি ব্যবসা সফল না হওয়ায় তার পুরোনো একাট ভিডিও সম্প্রতি সমাজিক যোগাযোগামাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে।

ভিডিওতে দেখা যায়- সালমান যখন নিজেদের ছবির প্রচার নিয়ে ব্যস্ত, তখন তিনি দর্শকদের পরামর্শ দিলেন যথেষ্ট পরিমাণ অর্থ থাকলে তবেই সিনেমা দেখতে যাওয়ার।

সন্তানদের পড়াশোনা রয়েছে, পরীক্ষা রয়েছে, হোমওয়ার্কও রয়েছে। এ সবের গুরুত্ব অনেক বেশি।

সালমান বলেন, আমি এতটা স্বার্থপর নই যে, নিজের রোজগার এবং ছবির ব্যবসা নিয়েই শুধু ভাবব। আমার কাছে নিজের লাভের চেয়ে দর্শক অনেক আগে।

সালমান জানান, তার ক্যারিয়ারে যা সাফল্য অর্জন করার ছিল, যা রোজগার করার কথা ছিল তা তিনি করে ফেলেছেন। আর নতুন করে তার জীবনে কিছু অর্জন করার নেই।

সালমান বলেন, আমি এ ভাবেই চলতে থাকব। কখনও কম টাকায় কাজ করব। কখনও বেশি টাকায় কাজ করব। কখনও বা মাঝামাঝি জায়গায় থাকব। আমার কোনও ক্ষতি হবে না। কিন্তু আমি তো দর্শকের কথা আগে ভাবব।

সালমানের এই ভিডিয়ো কবেকার, তা অবশ্য জানা যায়নি।

চলতি বছরের শেষে মুক্তি পেতে চলেছে 'টাইগার ৩'। সালমানের বিপরীতে এই ছবিতে অভিনয় করতে দেখা যাবে ক্যাটরিনা কইফকে।

বলিপাড়ায় কানাঘুষো শোনা যাচ্ছে, 'টাইগার ৩' ছবিতে নেতিবাচক চরিত্রে অভিনয় করতে দেখা যাবে ইমরান হাশমিকে। ক্যামিয়ো চরিত্রে অভিনয় করবেন শাহরুখ খান।

ব্যর্থ তবু আত্মবিশ্বাসী রাশমিকা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : দক্ষিণ ভারতীয় ছবির সুপারস্টার তিনি। অথচ বলিউডে পা রেখে এখনও সাফল্যের দেখা পাননি রাশমিকা মান্দানা। তাঁর অভিনীত 'গুডবাই' ও 'মিশন মজনু' দুটি ছবিই মুখ থুবড়ে পড়েছে বলিউড বক্স অফিসে। তবু আত্মবিশ্বাসী রাশমিকা।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যমে এই অভিনেত্রী সরাসরি বলে দিয়েছেন, "আমি নিশ্চিত 'অ্যানিম্যাল' ছবিটি বলিউডে আলোড়ন তুলবে। তাই অধীর আগ্রহে ছবি মুক্তির প্রহর গুনে যাচ্ছি।" তাঁর এমন অতি আত্মবিশ্বাসী কথায় অবাক হয়েছেন অনেকেই। জানতে চেয়েছেন, কী এমন আছে 'অ্যানিম্যাল' ছবিতে, যা নিয়ে এতটা আশাবাদী? এ প্রশ্নে রাশমিকার যে উত্তর তা শুনেও অবাক নেটিজেনরা। গল্প, চরিত্র, তারকা বা নির্মাণের কারণে নয়, ডিসেম্বরে 'অ্যানিম্যাল' মুক্তি পাবে সেটাই সাফল্যের অন্যতম কারণ বলে উল্লেখ করেছেন তিনি।

এ অভিনেত্রীর কথায়, ডিসেম্বর মাস তাঁর ক্যারিয়ারের জন্য সৌভাগ্যের। কারণ, এই মাসেই মুক্তি পেয়েছিল তাঁর প্রথম ছবি কিরিক পার্টি। এ ছাড়া 'পুষ্পা', 'চমক', 'অঞ্জনি পুত্র'ও মুক্তি পেয়েছিল ডিসেম্বরে।

রিয়ালে যোগ দিলেন
চেলসির কেপা

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : আলোচনায় ছিলেন সেভিয়ার মরক্কান গোলরক্ষক ইয়াসিন বোনো। তবে শেষ পর্যন্ত রিয়াল মাদ্রিদে যোগ দিলেন চেলসির ২৮ বছর বয়সী স্প্যানিশ গোলরক্ষক কেপা আরিজাবালাগা। চেলসি থেকে এক মৌসুমের জন্য ধারের শর্তে তাকে সান্তিয়াগো বার্নাব্যুতে এনেছে রিয়াল। ধারের মেয়াদ শেষ হয়ে গেলে তাকে কেনার কোন শর্তে নেই। রিয়াল কেপাকে দলে নেওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করেছে। মঙ্গলবার তাকে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হবে। রিয়াল মাদ্রিদের নিয়মিত গোলরক্ষক থিবো কুর্তোয়া ইনজুরিতে পড়েছেন। পুরো মৌসুম মাঠের বাইরে থাকতে হতে পারে তাকে। ওই জায়গা পূরণে কেপাকে দলে নিয়েছে লস ব্লাঙ্কোসরা। কেপা ও আন্দ্রে লুনিনের মধ্যে একজনকে গোলবারে রাখবেন রিয়াল কোচ কার্লো আনচেলত্তি। কেপা আরিজাবালাগাকে দারুণ প্রতিভাবান মনে করা হতো। ২০১৫-২০১৮ পর্যন্ত লা লিগার অ্যাথলেটিকো বিলবাও-এ খেলেছেন তিনি। ২০১৮ সালে চেলসি থেকে থিবো কুর্তোয়া রিয়াল মাদ্রিদে যোগ দিলে তাকে ওই মৌসুমে দলে ভেড়ায় চেলসি। এরপর পাঁচ মৌসুম ব্লুজ শিবিরে থাকলেও দলটির প্রথম পছন্দের গোলরক্ষক হতে পারেননি। এর জন্য তার শিশুসুলভ ভুল ও আচরণবিধি দায়ী। চলতি মৌসুমে চেলসি স্প্যানিশ গোলরক্ষক রবার্ট সানচেজকে কেনায় ছেড়ে দিল কেপাকে।

ক্রিকেটকে বিদায় জানালেন ফিন

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : ইনজুরির সাথে লড়াই করে অবশেষে ক্রিকেট ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ৩৪ বছর বয়সী ইংলিশ ক্রিকেটার স্টিভেন ফিন। সব ধরনের ক্রিকেট থেকে অবসরের ঘোষণা দিয়েছেন তিনি।

আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নেওয়ার বিষয়ে ফিন বলেন, 'আজ সব ধরনের ক্রিকেট থেকে অবসর নিচ্ছি, যা এখন থেকেই কার্যকর হবে। ১২ মাস ধরে নিজের শরীরের সঙ্গে লড়াই করছি, এর কাছে হার স্বীকার করে নিয়েছি। মিডলসেক্সের হয়ে ২০০৫ সালে অভিষেকের পর থেকেই পেশা হিসেবে ক্রিকেট খেলতে পেরে নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করি। ভ্রমণটা মসৃণ ছিল না, তবে উপভোগ করেছি।'

২০১০ সালের ১২ মার্চ চট্টগ্রামে বাংলাদেশের বিপক্ষে টেস্ট দিয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অভিষেক হয় তার। সব মিলিয়ে ইংল্যান্ডের জার্সিতে ১২৬টি ম্যাচ খেলেছেন তিনি। সবশেষ টেস্ট ম্যাচ খেলেছেন বাংলাদেশের বিপক্ষে ২০১৬ সালে মিরপুরে। ২০১৭ সালের ২৯ মে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে সবশেষ ওয়ানডে খেলেছেন এই পেসার। তারপর আর আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে দেখা যায়নি তাকে। তবে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে নিয়মিত না হলেও ইংল্যান্ডের কাউন্টিতে নিয়মিত ছিলেন এই পেসার।

হঠাৎ ইতালির কোচের
দায়িত্ব ছাড়লেন মানচিনি

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ইতালি ফুটবল দলের হেড কোচ হিসেবে পাঁচ বছরের বেশি সময় ধরে দায়িত্ব পালন করছিলেন রবার্তো মানচিনি। এই দলের সঙ্গে ২০২৬ সাল পর্যন্ত থাকার কথা ছিল তার। মানচিনির অধীনে বেশ ভালো খেলছিল দলটি। তবে হঠাৎ করে কোচিং দায়িত্ব থেকে পদত্যাগ করে বসলেন তিনি। মানচিনির পদত্যাগের বিষয়ে নিশ্চিত করেছে ইতালিয়ান ফুটবল ফেডারেশন।

এ প্রসঙ্গে এক বিবৃতিতে তারা জানায়, 'মানচিনি তার পদত্যাগপত্র জমা দিয়েছেন এবং তা গ্রহণ করা হয়েছে। সামনে ২০২৪ ইউরো বাছাই পর্বের খেলা রয়েছে। ইউক্রেন এবং নর্থ মেসোডেনিয়ার বিপক্ষে গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচকে সামনে রেখে দ্রুতই নতুন কোচের নাম ঘোষণা করা হবে।'

৫৮ বছর বয়সী মানচিনি ২০১৮ সালে ইতালির দায়িত্ব নিয়েছিলেন। ঐ বছর রাশিয়া বিশ্বকাপে জায়গা করে নিতে ব্যর্থ হয়েছিল দলটি। যা কি না ১৯৫৮ সালের পর ছিল দেশটির জন্য প্রথম। তবে এরপরই ঘুরে দাঁড়াতে শুরু করে তারা। ২০২১ সালে ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপের ট্রফি জেতে ইতালি। তবে বিশ্বকাপে আবারও হতাশ হতে হয় তাদের। কাতার বিশ্বকাপের বাছাইপর্ব থেকে বিদায় নেয় তারা। সব মিলিয়ে মানচিনির অধীনে ৬১ ম্যাচ খেলেছে ইতালি। এর মধ্যে জিতেছে ৩৯টি, ড্র করেছে ১৩টি, হেরেছে ৯টি। এ সময়ে ১৩০ গোল করার বিপরীতে তার দল হজম করেছে ৪৯টি গোল।

রেকর্ড ট্রান্সফার ফিতে
চেলসিতে যাচ্ছেন কাইসেডো

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : দলবদলের শুরু থেকেই চেলসির চোখ ছিল ব্রাইটন তারকা ময়েস কাইসেডোর ওপর। চেলসির কোচ হয়ে এসেই ইকুয়েডরিয়ান এই মিডফিল্ডারের ওপর নজর রেখেছে মাউরিসিও পচেত্তিনোও। যদিও ফুটবল বিশ্বে কাইসেডো খুব একটা পরিচিত নাম নয়। কিন্তু তাকে একরকম কাড়াকাড়ি করেছে লিভারপুল আর চেলসি। শেষ পর্যন্ত ট্রান্সফার ফির নতুন ব্রিটিশ রেকর্ড গড়ে ২১ বছর বয়সী ইকুয়েডরের ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডারকে দলে টানতে যাচ্ছে ব্লুজরা। এই চুক্তি আলোর মুখ দেখলে এঞ্জো ফার্নান্দেজকে ১০৭ মিলিয়ন পাউন্ডের রেকর্ডকে পেছনে ফেলবেন কাইসেডো। এ বছরের জানুয়ারিতে আর্জেন্টিনা মিডফিল্ডার দলে টেনেছিল তারা।

দলবদল বিশেষজ্ঞ সাংবাদিক ফ্যাবরিজিও রোমানো জানিয়েছেন, ব্রাইটন থেকে কাইসেডোকে পেতে ১১৫ মিলিয়ন পাউন্ড খরচ খরচ করবে চেলসি। ট্রান্সফার ফির নতুন ব্রিটিশ রেকর্ড এটি। এর আগে লিভারপুল ১১০ মিলিয়ন পাউন্ড বিড করেছিল কাইসেডোর জন্য। সেটি হলেও ট্রান্সফার ফির নতুন রেকর্ড হতো। রোমানো আরো জানিয়েছেন, ইতোমধ্যে কাইসেডোর স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য মেডিকেল টেস্টের দিনও ঠিক করে রেখেছে ক্লাব কর্তৃপক্ষ। ক্লাবের সঙ্গে তার চুক্তি হবে ২০৩১ সাল পর্যন্ত, যা ২০৩২ সাল পর্যন্ত বাড়ানো যাবে।

এর আগে রোমানো জানিয়েছিলেন, কাইসেডোকে লিভারপুল নিতে চাইলেও তার ভাবনায় ছিল শুধুই চেলসি। লিভারপুলকেও জানিয়ে দিয়েছেন তিনি যেতে চান স্টামফোর্ড ব্রিজে। এরমধ্যেই ইনস্টাগ্রামে চেলসিকে অনুসরণ করাও শুরু করেছেন এই মিডফিল্ডার। ২০২১ সালের শীতকালীন ট্রান্সফার উইন্ডোতে ব্রাইটনে যোগ দেন কাইসেদো। সবশেষ ২০২২-২৩ মৌসুমে ক্লাবটির হয়ে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে খেলেছেন ৪৩ ম্যাচ। দলটির প্রথমবারের মতো ইউরোপিয়ান প্রতিযোগিতায় জায়গা করে নেওয়ায় রাখেন বিশেষ ভূমিকা।

আল হিলালে নাম লেখালেন নেইমার?

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : অবশেষে সব গুঞ্জন সত্যি করে পিএসজি ছাড়ছেন নেইমার। বিবিসি জানিয়েছে, নেইমারের জন্য পিএসজিকে ৯ কোটি ইউরো দেবে আল হিলাল। পাশাপাশি শর্তসাপেক্ষে প্রাসঙ্গিক আরও কিছু অর্থ খরচ করতে হবে সৌদি লিগের এই ক্লাবকে।

বিবিসির দেয়া তথ্য মতে, নেইমারকে ছাড়তে রাজি হয়েছে পিএসজি। দলবদলে প্রক্রিয়ার কাজ শেষের দিকে। আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দিতে আর মাত্র দু'টি কাজ বাকি আছে। পিএসজিতে বছরে আড়াই কোটি ইউরো বেতন পান নেইমার। আল হিলালে মৌসুমপ্রতি ১৬ কোটি ইউরো পাবেন, এমন গুঞ্জন আছে। দুই মৌসুমের নেইমারকে ৩২ কোটি ইউরো বেতনের প্রস্তাব দিয়েছে আল হিলাল জানিয়েছে ব্রাজিলিয়ান সংবাদমাধ্যম গ্লোবো স্পোর্তে।

প্রথমবার দক্ষিণ আফ্রিকা দলে বেবি এবি

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে শুরুতে টি-২০ এরপর ওয়ানডে সিরিজ খেলবে দক্ষিণ আফ্রিকা। ঘরের মাঠের ওই সিরিজের জন্য দল ঘোষণা করেছে প্রোটিয়া ক্রিকেট বোর্ড। টি-২০ ও ওয়ানডে দলে প্রথমবার ডাক পেয়েছেন ডেওয়াল্ড ব্রেভিস। যিনি বেবি এবি বা ছোট এবি ডি ভিলিয়ার্স নামে পরিচিত। ব্রেভিসের বয়স মাত্র ২০ বছর। এরই মধ্যে আইপিএল দল পেয়েছেন তিনি। অনূর্ধ্ব-১৯ দলে দুর্দান্ত খেলে আলোচনায় আসেন এই তরুণ। টি-২০ লিগে এরই মধ্যে একটি সেঞ্চুরিও পেয়েছেন তিনি। তার সঙ্গে দক্ষিণ আফ্রিকার টি-২০ দলে প্রথমবার ডাক পেয়েছেন ডোনোভান ফেরেইরা, জেরাল্ড কোর্টজি ও ম্যাথিউ ব্রিটকি। তবে টি-২০ দল থেকে বেশ কিছু বড় তারকা বাদ পড়েছেন। বিশ্বকাপ সামনে রেখে তাদের বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে। তারা হলেন- কুইন্টন ডি কক, হেনরিক ক্লাসেন, ডেভিড মিলার, কাগিসু রাবাদা ও এনরিক নরকিয়া। ওয়ানডে সিরিজের দলে আছেন প্রোটিয়াদের এই পাঁচ তারকা। দক্ষিণ আফ্রিকার সাদা বলের হেড কোচ রব ওয়ালটার বলেছেন, 'আমরা আমাদের তরুণদের অগ্রগতি দেখতে চাই। সেজন্য অস্ট্রেলিয়া সিরিজ সেরা সুযোগ। আশা করছি তারা সামর্থ্য দেখাতে পারবে।'

অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে দক্ষিণ আফ্রিকা তিন ম্যাচের টি-২০ সিরিজ খেলবে। যা ৩০ আগস্ট শুরু হবে। ৭ সেপ্টেম্বর থেকে পাঁচ ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ শুরু করবে দুই দল। ১৭ সেপ্টেম্বর ওই সিরিজ শেষ করে ভারতে এসে আবার ওয়ানডে সিরিজ খেলবে অজিরা। দক্ষিণ আফ্রিকার টি-২০ দল: এইডেন মার্করাম (অধিনায়ক), টেম্বা বাভুমা, ম্যাথু ব্রিটজেকে, ডেওয়াল্ড ব্রেভিস, জেরাল্ড কোয়েটজে, ডেনোভান ফেরেইরা, বোর্জন ফরটুইট, রেজা হেনড্রিকস, মার্কো জেনসেন, সিসান্দা মালাগা, কেশব মাহরেজ, লুঙ্গি এনগিডি, তাবরেজ শামসি, ত্রিস্টিয়ান স্টাবস, লিজার্ড উইলিয়ামস, রেসি ভ্যান ডার ডুসন। দক্ষিণ আফ্রিকার ওয়ানডে দল: টেম্বা বাভুমা, ডেওয়াল্ড ব্রেভিস, জেরাল্ড কোটর্জে, কুইন্টন ডি কক, বোর্জা ফরটুইট, রেজা হ্যানড্রিকস, মার্কো জানসেন, হেনরিক ক্লাসেন, সিসান্দা মালাগা, কেশব মাহরেজ, এইডেন মার্করাম, ডেভিড মিলার, লুঙ্গি এনগিডি, এনরিক নরকিয়া, তাবরেজ শামসি, ওয়েন পার্নেল, কাগিসু রাবাদা, ত্রিস্তান স্টাবস, রেসি ভ্যান ডার ডুসন।

কষ্টার্জিত জয়ে মৌসুম শুরু ইউনাইটেডের

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের প্রথম ম্যচে জয় পেয়েছে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড। তবে জয় পেতে বেগ পেতে হয়েছে ক্লাবটিকে। প্রতিপক্ষ উলভারহ্যাম্পটন ছেড়ে কথা বলেনি ইউনাইটেডকে।

হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ে উলভারহ্যাম্পটনকে ১-০ গোলে হারিয়েছে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড। ম্যাচের একমাত্র গোলটি আসে অভিজ্ঞ ডিফেন্ডার রাফায়েল ভারানের কাছ থেকে।

ওল্ড ট্রাফোর্ডে এদিন ভালো শুরু করেছিল উলভারহ্যাম্পটন। তবে গোল করার মতো সুযোগ পেয়েছিল ইউনাইটেডই। দ্বাদশ মিনিটে র‍্যাশফোর্ডের শট ঠেকিয়ে দেন উলভারহ্যাম্পটন গোলরক্ষক হোসে সা।

২৭ মিনিটে গোল পেতে পারতো তারাও। ডি বক্সের কাছাকাছি গিয়ে পাবলো সারাবিয়াকে পাস দেন মাথেউস কুইয়া। স্প্যানিশ মিডফিল্ডারের শট বেরিয়ে যায় দূরের পোস্ট ঘেঁষে। ছয় মিনিট পর আর্জেন্টাইন ডিফেন্ডার লিসান্দ্রো মার্টিনেজকে পেছনে ফেলে বল নিয়ে ঢুকে নেওয়া কুইয়ার শট অল্পের জন্য লক্ষ্যে থাকেনি। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেও এগিয়ে যেতে পারত সফরকারীরা। গোলমুখে বল পেয়ে পোস্টে মেরে সুবর্ণ সুযোগ হাতছাড়া করেন কুইয়া। ৭২ মিনিটে গোলের একটি সুবর্ণ সুযোগ মিস করে উলভারহ্যাম্পটন। ম্যাচের ৭৬ মিনিটে রাফায়েল ভারান হেডে গোল করে রেড ডেভিলদের লিড এনে দেন।

শেষ মুহূর্তে এসে বিপদে পড়েছিল ইউনাইটেড। যোগ করা সময়ে উলভসের খেলোয়াড়েরা পেনাল্টির আবেদন জানায়। কিন্তু ভিডিও অ্যাসিস্ট্যান্ট রেফারি পেনাল্টির আবেদন নাকচ করে দেয়। শেষ পর্যন্ত রক্ষণ সামলে ম্যাচ থেকে পূর্ণ ৩ পয়েন্ট নিয়ে মাঠ ছাড়ে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড।

দলের ব্যাটিং লাইনে
গভীরতা নেই: দ্রাবিড়

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে টেস্ট আর ওয়ানডে সিরিজে দাপট দেখালেও টি-টোয়েন্টি ফরম্যাটে যেন অসহায় হয়েই ছিল ভারতের। রাহুল দ্রাবিড়ের শিষ্যরা ৩-২ ব্যবধানে সিরিজ শেষ করলেও শর্টার ভার্সনে তাদের দূর্বলতা ছিল চোখে পড়ার মত। বর্তমান বিশ্বের অন্যতম সেরা ব্যাটিং লাইনআপ নিয়েও জিততে না পারার কষ্ট তাই প্রকাশ পেয়েছে দ্রাবিড়ের কণ্ঠেও। দলের ব্যাটিং লাইনআপে গভীরতা নেই এমন মন্তব্যও বেরিয়ে এলো তার কাছ থেকে। দ্রাবিড়ের আক্ষেপ, উইন্ডিজে থাকা দলটি নিয়ে খুব বেশি পরিবর্তনের উপায় ছিল না, 'আমার মনে হয়, যে স্কোয়াড নিয়ে এখানে এসেছি, সেটায় কম্বিনেশন পরিবর্তন করার মত সুযোগ ছিল না। কিন্তু সামনের দিকে যাবার আগে, আমার ভবনা, আমাদের এমনসব জায়গায় নজর দেয়া উচিত, যেখানে আমাদের উন্নতির সুযোগ আছে।'

ঠিক কোন জায়গায় উন্নতি করতে চান সেটাও স্পষ্ট ভারতীয় কোচের কাছে, 'আমাদের ব্যাটিং এর গভীরতা বৃদ্ধির দিকে আমরা মনোযোগ দিচ্ছি। নিজেদের সর্বোচ্চটা দিয়েই আমরা চেষ্টা করছি। তবে নিশ্চিতভাবেই আমরা খেয়াল করব, নিজেদের বোলিং দূর্বল না করেও নিজেদের ব্যাটিং লাইনআপ বড় করতে পারবো।'

ব্যাটিং ডেপথ এর ইস্যুতে প্রতিপক্ষের প্রতি সম্মানও জানিয়েছেন ভারতের কোচ, 'এসব খেলা যেমন আগায়, তাতে রানের সংখ্যা ধীরে ধীরে বড় হতেই থাকে। যদি ওয়েস্ট ইন্ডিজের দিকে তাকান, ১১ নাম্বারে নামা আলঝারি জোসেফও বাজে বলে হিট করতে সক্ষম। তাই আপনি বুঝতেই পারছেন, কাদের ব্যাটিং লাইনআপ বড়।'

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১ ■ মুখ্য সম্পাদক ঃ ড. রতন কুমার বাড়ৈ
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 19D, Jamir Lane, Kolkata -700019 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR